তারিখ 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সমকাল

# কুমিল্লার ধাক্কা সারাদেশে

## এইচএসসির ফল বিশ্লেষণ

গতবারের চেয়ে পাস কমেছে **৯৭,৪৩৯** জন

পাসের হার কমেছে **৫.৭৯%**

জিপিএ ৫ কমেছে **২০,৩০৭** জন

শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে **৩১৬**টি

কুমিল্লা বোর্ডে অর্ধেক শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি

■ সাব্বির নেওয়াজ

মাধ্যমিকের ফল বিপর্যয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা উচ্চ মাধ্যমিকে কাটিয়ে ওঠার বদলে আরও বেশি হতাশায় আচ্ছন্ন হয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। গত মে মাসে প্রকাশিত চলতি বছরের মাধ্যমিকে এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৯ দশমিক শূন্য তিন ভাগ। উচ্চ মাধ্যমিকে তা আরও ১০ ভাগ কমে নেমে এসেছে ৪৯ দশমিক ৫২ ভাগে। সবচেয়ে ফল বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা। কুমিল্লা বোর্ডে এবার মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ৪২ হাজার ৩৯৩ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছেন মাত্র ১৬ হাজার ২৭২ জন। বাকি ২৬ হাজার ১২১ জনই অকৃতকার্য হয়েছেন। অনেক শিক্ষা বোর্ডে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা মিলেও এতজন অকৃতকার্য হননি। আর এ বিপর্যয়ের ধাক্কা লেগেছে সার্বিক পাসের হারে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে নানা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। যাতে উঠে এসেছে ফল নিম্নমুখী হওয়ার ছয়টি কারণ।

এ প্রসঙ্গে সমকালের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির কারণে বেশিরভাগ শিক্ষা বোর্ডেই পাসের হার কমেছে। আমাদের ধারণাও ছিল, এমন হতে পারে। তবে কুমিল্লা বোর্ডের বিষয়টি ভিন্ন। দুই বছর পড়াশোনা করার পর একটি শিক্ষা বোর্ডের অর্ধেক শিক্ষার্থীও পাস করতে পারবে না, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কী কারণে এমন ঘটেছে তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।'

**ইংরেজিতে অকৃতকার্য বেশিরভাগ :** একই প্রসঙ্গে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ সমকালকে বলেন, ইংরেজিতে ফেলের কারণে এ বোর্ডের ফল বিপর্যয় হয়েছে। ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

## কুমিল্লার ধাক্কা সারাদেশে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ইংরেজিতে অকৃতকার্য প্রায় ৩৮ শতাংশ। তিনি জানান, এ বোর্ডে এ বছর ইংরেজিতে ১ লাখ ৩৮১ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছেন ৩৮ হাজার ৮৩ জন। পাস করেছেন ৬২ হাজার ২৯৮ জন। পাসের হার ৬২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। অকৃতকার্য হয়েছেন ৩৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

ইংরেজিতে ফল বিপর্যয়ের বিষয়ে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরী বলেন, 'ইংরেজিতে শিক্ষকের অভাব। যারা আসেন, তাদের মানও খুব ভালো নয়। কারণ শিক্ষকতাকে এখন পেশা হিসেবে দেখা হয় না। দেখা হয় কোচিং, প্রাইভেট-বাণিজ্য হিসেবে। তাই ফলও তলানিতে ঠেকেছে। এ ছাড়া বোর্ডের বর্তমান ম্যানেজমেন্টও খুব দুর্বল। তারা উদ্যোগ নিলে কলেজগুলোতে পড়াশোনার পাশাপাশি ফল ভালো হতো। জিপিএ প্রাপ্তিতে পিছিয়ে যাওয়ার কারণে উচ্চ শিক্ষায়ও কুমিল্লার শিক্ষার্থীরা এবার পিছিয়ে পড়বে।'

**গত এক দশকের সবচেয়ে বাজে ফল :** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সারাদেশের আটটি সাধারণ বোর্ডের মধ্যে কুমিল্লার ফল এবার সবার নিচে। গত ১০ বছরের মধ্যে এ বোর্ডে এইচএসসিতে এত বাজে ফল আর কখনও হয়নি। এ বোর্ডের তিনটি কলেজ থেকে এবার কেউ পাস করেননি। এগুলো হলো– ফেনীর বেগম শামসুন্নাহার গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার ফয়জুমিয়ারহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আপার মডেল কলেজ। এসব কলেজে যথাক্রমে ১৪, ৪ ও ১৭ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই অকৃতকার্য হয়েছেন।

**ছয় কারণে বিপর্যয় :** ফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের এসএসসির পর এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী উভয়ই কমে এসেছে। ছয় কারণে এবারের পরীক্ষায় এ রকম বিপর্যয় ঘটেছে।

প্রথমত, কুমিল্লা বোর্ডে বড় ধরনের ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এ কারণে এবার সার্বিকভাবে সারাদেশে পাসের হার প্রায় ছয় শতাংশ কমে গেছে। টানা সাত বছর পাসের হার ৯০-এর কোটা ছুঁই ছুঁই করেছে। কিন্তু এবার সেই হারে ছেদ পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, খাতা মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতি। চলতি বছর থেকে নতুন পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়ন হচ্ছে। এসএসসির খাতাও নতুন পদ্ধতিতে মূল্যায়িত হয়েছে। এতে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কমে যায় আট শতাংশের বেশি। একই সঙ্গে কমে যায় জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। এইচএসসিতেও এবার নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রথমবারের মতো কার্যকর করা হলো। নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আগের মতো 'ঢালাও' নম্বর পাননি। বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের মডেল উত্তর ও নম্বর দেওয়ার নির্দেশিকা দেওয়া হয়। এতে বাড়তি নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

তৃতীয়ত, সব বোর্ডে মানবিক বিভাগের ফল নিম্নমুখী এবার। আটটি সাধারণ বোর্ডে মানবিক বিভাগে পাসের হার ৫৮ দশমিক ১৪ শতাংশ, যা মোট পাসের চেয়ে আট দশমিক সাত শতাংশ কম। অন্যদিকে বিজ্ঞানের পাসের হার ৮৩ দশমিক ১৪ শতাংশ।

চতুর্থত, এবার প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬টি বিষয়ে মোট ৫০টি পত্রের পরীক্ষা হয়েছে এ পদ্ধতিতে। গত বছর ১৯টি বিষয়ের ৩৬টি পত্রের পরীক্ষা এ পদ্ধতিতে হয়েছিল। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এবার সাতটি বিষয়ের ও ১৪টি পত্রের পরীক্ষা বেশি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটিও পরীক্ষা খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ।

পঞ্চমত, এসএসসির পর এবারও এইচএসসিতে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমে গেছে। এতে ফলে ধস নেমেছে।

ষষ্ঠত, পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে সরকারের কঠোর অবস্থান এবং পরীক্ষার হলে কড়াকড়িও পাসের হার কমিয়েছে।

**'চার কারণে নিম্নমুখী প্রবণতা' :** সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার সমকালকে বলেন, চারটি কারণে সার্বিক ফলে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসাই গতবারের চেয়ে পাসের হার কমার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, এমসিকিউতে গতবার ৪০ নম্বরের পরীক্ষা হলেও এবার হয়েছে ৩০ নম্বরে। এতে নাম্বার বেশি পাওয়ার হার কমেছে। তৃতীয়ত, প্রশ্নের ভিন্নতার কারণেও পাসের হার কমেছে। এক বোর্ডের শিক্ষকের তৈরি প্রশ্নে পরীক্ষা হয় অন্য বোর্ডে। কোনো কোনো শিক্ষক প্রশ্ন কঠিন করেন, কেউবা সহজ করেন। সিলেট বোর্ডেও এবার একাধিক বিষয়ে সিলেবাসবহির্ভূত প্রশ্ন এসেছে। প্রশ্ন প্রণয়নকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও বিবেচনাবোধের অভাবের কারণে এমন হয়ে থাকে। এজন্য আগামীতে সারাদেশে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ইংরেজিতে খারাপ ফলকে চতুর্থ কারণ হিসেবে উল্লেখ করে গোলাম কিবরিয়া বলেন, এবার মানবিকে বেশি বিপর্যয় হয়েছে। কম মেধাবীরা এই গ্রুপে ভর্তি হয়। এরাই ইংরেজিতে খারাপ ফল করেছে। সিলেট বোর্ডেও ইংরেজির ফল খারাপ হয়েছে বেশি। সারাদেশে ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নের উপযোগী পাঠ দেওয়ার মতো শিক্ষক কম।

**ব্যতিক্রম বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে :** জাতীয়ভাবে ফল খারাপ হলেও এর উল্টোটি ঘটেছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ ৫ দুই-ই বেড়েছে। এ বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আনোয়ারুল আজিম সমকালকে জানান, সব বোর্ড মিলিয়ে এবার পাসের হার যেখানে ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ, সেখানে বরিশাল বোর্ডে পাস করেছেন ৭০ দশমিক ২৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৮১৫ জন জিপিএ ৫ পেয়েছেন। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ১৩ শতাংশ। আর জিপিএ ৫ পেয়েছিলেন ৭৮৭ জন। এবারের ফলে ছাত্রীদের সাফল্য অনেক বেশি। ছাত্রদের তুলনায় ২.৮২ শতাংশ ছাত্রী বেশি উত্তীর্ণ হয়েছেন। সব বোর্ড মিলিয়ে অনুত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের চেয়ে ৪৩ হাজার ১১১ জন কম।